প্রেমের কবিতা

মৃণাল বসু চৌধুরী

নাভিমূলে বাড় ওঠে
জ্বলে ওঠে রাবণের চিতা
তার্কিক কলম ছেড়ে
এসো লিখি প্রেমের কবিতা

ফান্দে পড়িয়া

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

উড়ছি পুড়ছি ঘুরছি সাঁতার
এধারে ওধারে সেধারে
তুমি কি বুঝবে রাই রজকিনী
পড়োনি সেভাবে গ্যাঁড়াকলে

আপাতত এসো হাত ধরে চড়ি
লকডাউনের চবুতরে!

ছোঁয়া

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

একটু ছুঁতে চাই তোমাকে
বললে, শোনো ভুল কোরো না
এখন তেমন আবডাল তো নেই
ওত পেতেছে এক করোনা।

তুমি

অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী

কাজল কালো ভ্রমর চোখে কী কথাটি লেখা?
অশান্ত এক বৃষ্টিদিনে পাবো তোমার দেখা?

কখনো আমি সামনে চাল, কখনো হাঁটি পিছে
উঠতে গিয়ে উপর দিকে, যাই তলিয়ে নীচে।

সাবধানে তাই চলতে পথে আসবে আমার সাথে?
বলছি ডেকে তাই তোমাকে, হাতটি রাখো হাতে...

তবু তোমাতেই

প্রদীপ ঘোষ

কখন যে চুপিসারে আমার গভীরে তুমি রেখে গেছ
আশ্চর্য কস্তুরী
ডুবে আছি আজও সেই যোজনগন্ধায়
চারপাশে কত জুঁই গন্ধরাজ চাঁপার উল্লাস
সমস্ত শরীর জুড়ে রং-বেরঙের কত ঢেউ
পরম আরাম তবু গোপনে তোমার দেওয়া
সেই মৃগনাভির সুবাসে

ঘর

তুলসীদাস ভট্টাচার্য

অনেক জল জমা আছে পাথরচাপা বুকে
ঢাকনা খোলো পূর্ণরূপে দেখি
ভৌমজলের কাছে এসে সেরে নাও সূর্যপ্রণাম

ব্রাহ্মমুহূর্তে পরে নাও, লাল টিপ
দু-আঁজলা জলে পূর্বপুরুষদের স্মরণে রেখে
চলো, জলের ভেতর ঘর আঁকি।

বাকি

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাকি ছিলো কতকিছু
বাকি ছিলো অজস্র সংলাপ

সূর্যমুখীরা ঝরে
পৃথিবীর বাড়ে দীর্ঘশ্বাস

তবু আশা একদিন
হাতের ওপর হাত, ঝাউবীথি...